10

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সেমিনারে বিভিন্ন বক্তার অভিমত

গঠিত সকল শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ গতকাল ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'জাতীয় মূল্যবোধ ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক এক দিনব্যাপী সেমিনারে বক্তাগণ বলেছেন, আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে— যাতে তা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যুগোপযোগী এবং সংবিধানের চার মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। অন্যথায় এ দেশের মানুষের কাছে সেই শিক্ষানীতি গ্রহণযোগ্য হবে না। বক্তাগণ বলেন, কেবল ২৩ বছর আগে প্রণীত কুদরত-ই-খুদা কমিশন নয়, এ পর্যন্ত গঠিত সকল শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে

১০-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা নীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজের উদ্যোগে গতকাল নায়েম মিলনায়তনে এ সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী, প্রধান শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুপারনিউমারী প্রফেসর ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, রাজনীতিবিদ আবদুল কাদের মোল্লা ও শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল হারুনুর রশিদ সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনায় অংশ নেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মুহম্মদ ইউসুফ আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর এম এরশাদুল বারী, বাংলা বিভাগের প্রফেসর এসএম লুৎফর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর রাজিয়া আক্তার বানু, ফিন্যান্স বিভাগের মুজাহিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর শাব্বির আহমদ, নুরুল করিম, শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডাঃ গোলাম মোয়াজ্জম, মাওলানা একিউএম সিফাতুল্লাহ, শাহ মোঃ হাবিবুর রহমান, আহমদ আবদুল কাদের, সাংবাদিক মাসুদ মজুমদার প্রমুখ। আবদুস শহীদ নাসিম এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

প্রফেসর আবদুল বারী বলেন, কুদরত-ই-খুদা কমিশন যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল— তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সেক্যুলারিজম এখন প্রজাতন্ত্রের মূলনীতি নয়, বর্তমান মূলনীতি হচ্ছে— সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং তাই হবে যাবতীয় কাজের ভিত্তি। সংবিধানের এ মূলনীতির ভিত্তিতেই শিক্ষানীতি প্রণীত হতে হবে। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে অভিন্ন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের প্রস্তাব করে বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের অধিকাংশ নাগরিকের অভিপ্রায় অনুযায়ী আমাদেরই ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় চরিত্রের পরিপূরক হবে। তিনি বলেন, অধুনালুপ্ত নিউস্কীম মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাস যুগোপযোগী করে তার আদলে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। প্রফেসর বারী প্রস্তাব করেন যে, ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সাথে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ স্বল্পতর সময়ের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী, কলেজ শিক্ষা পাস ও অনার্স কোর্স ৩ বছর, মেধার ভিত্তিতে অনার্স প্রদান এবং সর্বক্ষেত্রে মাস্টার্স কোর্স ২ বছর করার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ বলেন, ধর্ম শিক্ষা তুলে নিলে মানুষ জীবনবিমুখ, ধর্মবিমুখ ও সমাজবিমুখ হয়ে পড়বে। শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব যাকে তাকে দিলেই হবে না। শিক্ষাবিদ-চিন্তাবিদদের অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।

সেমিনার থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কাছে সুপারিশ পেশ করা হবে।